রৌমারী সীমান্তের ওপারে সৈন্য সমাবেশ

মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে বিডিআর ও বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষের পর বারবার ফ্লাগ মিটিং ও উভয় দেশের উচ্চ পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে সীমান্ত উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। গত ২ দিনে রৌমারী সীমান্তে কোন গুলী বিনিময় হয় নাই। সরকারী পর্যায় হইতে পরিস্থিতি শান্ত বলা হইলেও রৌমারীসহ কয়েকটি সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে এখনও রেড এলার্টে রাখা হইয়াছে।প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ভারতীয় সীমান্তে বিএসএফ-এর শক্তি বৃদ্ধিসহ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। সীমান্ত এলাকায় জনমনে এখনও আতঙ্ক বিরাজ করিতেছে। রৌমারী সীমান্ত এলাকার ধানক্ষেত হইতে বিএসএফ-এর আরও ২টি গলিত লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে। এদিকে গতকালের ২টি লাশ উদ্ধারের পর এ পর্যন্ত বিএসএফ-এর ১৭ জন সদস্যের লাশ উদ্ধার করা হইল। বিএসএফ সদস্যদের নিহত হওয়ার কারণ গুলী নয়, বিকৃত লাশ হস্তান্তর করা হইয়াছে।ভারতের এই অভিযোগ পূর্ণ তদন্ত করিয়া জবাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছে বাংলাদেশ। তবে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্রধান ডাঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন ময়না তদন্তের রিপোর্টের উল্লেখ করিয়াছেন, ভারতীয় বিএসএফ-এর সদস্যগণ ব্রাশ ফায়ারে গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হইয়াছেন। শারিরীক নির্যাতনের মাধ্যমে তাহাদের মৃত্যু হয় নাই।

এদিকে, দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে সীমান্ত উত্তেজনা নিয়া যোগাযোগ অব্যাহত রহিয়াছে। গতকাল ঢাকাস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। একইভাবে দিল্লীস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনারকে পররাষ্ট্র দপ্তরে তলব করিয়া বিএসএফ সদস্যদের নিহত হওয়ার ধরন নিয়া প্রতিবাদ করা হয়। তবে উভয় দেশের সীমান্ত পর্যায়ে উত্তেজনা ও জনমনে আতংক অব্যাহত থাকিলেও উভয়পক্ষ সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশাবাদী। পররাষ্ট্র সচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী বলেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ শান্ত রহিয়াছে এবং অবস্থার আরও উন্নতি হইবে।

কুড়িগ্রাম হইতে তোফায়েল হোসেন জানান, রৌমারীর বড়ই বাড়ি সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ ভারী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া প্রায় ৭শত গজ দূরত্বে অবস্থান নিয়া রহিয়াছে। বিডিআর-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে গতকাল যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার কথা ছিল তাহা স্বাক্ষরিত হয় নাই। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর না হওয়ায় এবং বিএসএফর অনমনীয় মনোভাবের জন্য কেহই ধানক্ষেতে পড়িয়া থাকা মৃতদেহ বা সেখানকার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পারিতেছে না। বিডিআর কাহাকেও ঐ স্থান পরিদর্শনের অনুমতি দিতেছে না। এই পরিস্থিতিতে এলাকার লোকজন বাড়ীঘরে ফিরিতে সাহস পাইতেছে না।

রৌমারী সীমান্তে ১১ বছরে বিএসএফ হত্যা করিয়াছে ৩৪ জন বাংলাদেশীকে

রংপুর হইতে ওয়াদুদ আলী ॥ কুড়িগ্রামের রৌমারী সীমান্তে গত ১১ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ৩৪ জন নিরীহ বাংলাদেশীকে হত্যা করিয়াছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ, ১৯৯০ সাল হইতে চলতি বছর পর্যন্ত ১১ বছরে যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে ঃ বামনের চর এলাকার মহিবর আলী, নওদাপাড়ার জহুরুল হক, আব্দুল হামিদ, চান মিঞা, ফকির উদ্দিন, ফুলবাড়ীর চরের লাভরু মিয়া, আতাবর রহমান, ফুল মিঞা, ডিগ্রীর চরের হাশেম আলী, ছোট বড়াইবাড়ি পূর্বপাড়া গ্রামের আবু হানিফ, ধর্মপুর পূর্বপাড়ার আব্দুর রহমান, নতুন বন্দর এলাকার আনোয়ার হোসেন, খড়িয়াবিড়ি গ্রামের আমজাদ হোসেন, রোয়ালমারীর আব্দুল করিম, উত্তর আলগার চরের বাহাদুর, দক্ষিণ বারবান্দা চরের সামছুল, ওয়াহেদ আলী, দক্ষিণ আলগারচরের সুরুজ্জামান, আনজুম, জান্তির কান্দা চরের বকুল, বকরবান্দা গ্রামের হেলাল উদ্দিন, নৈরুয়া, ঢুলিয়া চরের কসব উদ্দিন, জব্বার আলী, ডিগ্রীর চরের নিজাম উদ্দিন। গত কয়েক দিনের গোলাগুলীতে আরও ৫ জন মারা গিয়াছে। অনেকের লাশ ফেরত দেওয়া হয় নাই।

সাভারে তিনজনের গলা কাটা লাশ উদ্ধার

সাভার সংবাদদাতা ॥ গতকাল শনিবার কুটুরিয়া এলাকা হইতে জবাইকৃত অজ্ঞাত পরিচয় তিন ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হইয়াছে। পুলিশ জানায়, জিরাবো-আশুলিয়া সড়কের পার্শ্বে ভোরে এলাকার লোকজন গলাকাটা তিনটি লাশ পড়িয়া থাকিতে দেখে। লাশ উদ্ধার করিয়া ময়না তদন্তের জন্য মর্গে প্রেরণ করিয়াছে। নিহতদের গলা কাটা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পুলিশ লাশের পার্শ্ব হইতে দুইটি রক্তমাখা ছুরি ও একটি ধারালো রামদা উদ্ধার করিয়াছে। নিহত এক ব্যক্তির পকেট হইতে মিরপুরের একটি লন্ড্রীর স্লীপ পাওয়া যায়। স্লীপে মোঃ হানিফ লেখা নাম পাওয়া যায়। এই হইতে পুলিশ ধারণা করিতেছে মৃত এক ব্যক্তির নাম মোঃ হানিফ। পুলিশের ধারণা, মিরপুর এলাকা হইতে পূর্ব শত্রুতার কোন সন্ত্রাসী গ্রুপ প্রতিপক্ষের এই ৩ ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া লাশ উক্ত স্থানে ফেলিয়া যায়। এই ব্যাপারে সাভার থানায় মামলা হইয়াছে। ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার মোঃ মুজিবুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। গতকাল সন্ধ্যায় সাভার থানার ওসি এ বি এম সুলতান জানান, লাশ তিনটির এখন পর্যন্ত পরিচয় মিলে নাই এবং তাহাদের সঙ্গে কয়েকটি টেলিফোন নম্বর পাওয়া গিয়াছে। এই ফোনের সূত্র ধরিয়া খোঁজ খবর নেওয়া হইতেছে বলিয়া জানান।

তাড়াশ উপজেলায়
আইন-শৃঙ্খলা
পরিস্থিতির অবনতি

চলনবিল সংবাদদাতা ॥ তাড়াশ উপজেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে নির্মাণাধীন পাঁচিলা-বনপাড়া সংযোগ সড়কের তাড়াশ উপজেলার সিবিআর ক্যাম্পে দুর্ধর্ষ ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। ডাকাতদল প্রজেক্ট ম্যানেজার রিং গ্যাটকে মারধর করিয়া আলমারি ভাঙ্গিয়া নগদ ৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকাসহ অন্যান্য সামগ্রী লুণ্ঠন করে। তাড়াশ থানা পুলিশ উক্ত ডাকাতির সহিত জড়িত সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করিয়াছে এবং দেবীপুর গ্রামের একটি ঝোপ হইতে একটি কালার টিভি, একটি ভিসিপি এবং ডিস রিং রিসিভার উদ্ধার করিয়াছে। ঘটনার পরের রাত্রিতে তাড়াশ হাসপাতালের ১ কিলোমিটার দূরে তাড়াশ-সলঙ্গা রাস্তায় একটি মোটর সাইকেল ছিনতাই হয়। একই রাত্রিতে পার্শ্ববর্তী শোনাপাড়া গ্রামের একটি শ্যালো ঘরে চাচার সহিত ঘুমন্ত শিশুকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে। শিশুর চাচা ইসাহাক আলীও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিল। তাড়াশ হাসপাতালে চিকিৎসার পর তাহার জ্ঞান ফিরে।

পূর্ণ সামরিক মর্যাদায়
বিডিআর জওয়ান মাহফুজার রহমানের
লাশ দাফন

জয়পুরহাট সংবাদদাতা ॥ কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার বড়াই বাড়ী সীমান্তে গত ১৮ই এপ্রিল বিএসএফ-এর আগ্রাসী হামলায় নিহত বিডিআর জওয়ান মাহফুজার রহমান বিপ্লবের (৩০) লাশ আজ ২১শে এপ্রিল শনিবার সকালে পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় তাহার গ্রামের বাড়ী জয়পুরহাট সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী চরপাহুনন্দা গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ইহার পূর্বে আজ শনিবার ভোরে ঢাকা বিডিআর হেডকোয়ার্টার হইতে সিপাহী মাহফুজার রহমানের লাশ জয়পুরহাট আনার পর স্থানীয় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে তাহার প্রথম নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাহার লাশ জয়পুরহাটস্থ ৫ রাইফেল ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে নিলে সেখানে ব্যাটেলিয়-নের অফিসার ও জওয়ানগণ তাহাকে পূর্ণ সামরিক সম্মান প্রদর্শন করেন।

পরে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকায় আচ্ছাদিত মাহফুজারের কফিনটি বিডিআর-এর তত্ত্বাবধানে তাহার গ্রামের বাড়ী সদর উপজেলার সীমান্তবর্তী চকপাহুনন্দা গ্রামে লইয়া গেলে সেখানে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারলা হয়। সেখানে দ্বিতীয় নামাজে জানাযার পর মাহফুজারের লাশ পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। অবিবাহিত মাহফুজর রহমান (৩০) ১৯৯১ সালে বিডিআর-এ যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৩৩ রাইফেল ব্যাটেলিয়নের জামালপুর ব্যাটেলিয়ন হেডকোয়ার্টারে কর্মরত ছিলেন। স্থানীয় একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা আমজাদ হোসেনের চার সন্তানের মধ্যে মাহফুজার ছিলেন দ্বিতীয়।

জাতীয় ছাত্র সমাজের সাধারণ সভা
ছাত্র নেতৃত্বে নূতন ধারা সৃষ্টির আহ্বান

নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা, গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাকে গতিশীল এবং আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রক্রিয়াকে বেগবান করার মধ্য দিয়া জাতীয় ছাত্র সমাজ তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিতে পারে। গতকাল শনিবার জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও প্রথম সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ শহীদুল ইসলাম এ কথা বলেন। লালমাটিয়ায় জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অভিষেক ও সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রধান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য কামরুন্নাহার জাফর। বিশেষ অতিথি যুগ্ম মহাসচিব সাদেক সিদ্দিকী। জাতীয় ছাত্র সমাজ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম প্রধান রমনা বটমূলের ঘটনায় যাহারা মদদ যোগাইয়াছে তাহাদেরকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবী জানান। তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনকারী এরশাদের সহিত রাজনীতি নয়-বরং মিজান-মঞ্জুর গঠনমূলক সৃষ্টিশীল ও ইতিবাচক রাজনীতির পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম-মহাসচিব শফিকুল ইসলাম সেন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রউফ সিকদার, ঢাকা মহানগরীর সদস্য সচিব মফিজুল হক বেবু, মহিলা পার্টি সভানেত্রী মিসেস আমেনা বারী, শ্রমিক পার্টির সভাপতি আব্দুল আজিজ প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি